R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)

এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য

বাজারপাড়া প্রাঃ স্কুলের পাশে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬৩০৩ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৩০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

রঘুনাথগঞ্জ আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন : ২৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০শে চৈত্র, বুধবার, ১৪১৩ সাল। ৪ঠা এপ্রিল ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর রেগুলেটিং মার্কেট কমিটির ভবিষ্যৎ কোথায় ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২০০৩-এর ৯ জুন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের উমরপুর হাট চত্বরে মন্ত্রী ছায়া ঘোষের উপস্থিতিতে জঙ্গিপুর রেগুলেটিং মার্কেট কমিটির (আর, এম, সি) দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। সে সময় মন্ত্রীর কথায় জানা গিয়েছিল—এখানে বেশ কয়েক একর জমি কিনে বিপিএল-এর ২৮ লক্ষ টাকায় বিল্ডিং তৈরী হবার কথা। এক তলায় বাজার ও দোতলায় সংস্থার অফিস তৈরীর পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ স্বল্প ভাড়ায় ঐ সব ঘরে ব্যবসা করে স্বনির্ভর হবেন ইত্যাদি। ঐ সময় আর. এম. সির ব্যাঙ্কে মজুত পাঁচ কোটি টাকায় শক্তভাবে কোমড় বেঁধে কাজে নামেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু বাস্তবে কোন আশা সফল হয়নি। রেগুলেটিং মার্কেট কমিটির আয়ের উৎস ফরাক্কা, রতনপুর, সাগরদীঘি ও বরজুমলা চেকপোষ্ট। এর মধ্যে সাগরদীঘি ও বরজুমলা চেক পোষ্ট ধানের গাড়ী বা গরু চলাচল না করলে বন্ধ থাকে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জঙ্গিপুরে দু'জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বরজংলার সিরাজ সেখের ছেলে নাসির সেখ (১৮) এবং ইছাখালি গ্রামের জাহির সেখের ছেলে সফিকুল সেখ (২১) ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৯ মার্চ বিকেলে জঙ্গিপুর হাসপাতালে মারা যায়। এরা ঝাড়খন্ডে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় নাসির সেখ স্প্যাসমোজিয়াম ফেলসিফ্ল্যাম রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ মার্চ তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়। ঐ দিনই ইছাখালির সফিকুল সেখসহ আরও দু'জন রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া এলাকার কিতান মন্ডলের ছেলে শেখর মন্ডলকে (২১) ও সম্মতিনগর এলাকার হজরত সেখের ছেলে মুকুল সেখকে (১৫) তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ২৪ মার্চ জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, মৃত দু'জনকে প্রথমে ডাঃ সমীরকান্ত দত্তের হেফাজতে ভর্তি করা হলেও পরে তাদের ডাঃ হামিদ আলি দেখেন। হাসপাতাল সুপার ডাঃ অসীম হালদার জানান—সিঙ্কোনা এবং 'ই'মার নামক প্রতিষেধক ভর্তি রোগীদের দেওয়া হয়। কিন্তু এ ধরনের ম্যালেরিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। তখন আর চিকিৎসার কিছু থাকে না। শেখর মন্ডল ও মুকুল সেখ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। ৩০ মার্চ আক্রান্ত এলাকাগুলোয় রক্ত পরীক্ষায় জন্য মেডিক্যাল টীম পাঠানো হয়।

জঙ্গিপুর কলেজকে ১ কোটি টাকা মঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এ বছর জঙ্গিপুর কলেজকে গার্লস হোষ্টেল ও গৃহ নির্মাণের জন্য এক কোটি টাকা মঞ্জুর করলো। বর্তমানে ভূগোল, ইংরাজী, দর্শন, কেমিষ্ট্রি, জুলজি ইত্যাদি বিষয়ে অনার্স চালু হওয়ায় মহকুমার আশপাশ এলাকার অনেক ছাত্রীকে শহরে বাসা ভাড়া করে থাকতে হয়। গার্লস হোষ্টেল (শেষ পৃষ্ঠায়)

এবারে বই বিক্রী সাড়ে দশ লক্ষ টাকার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সদ্য সমাপ্ত জঙ্গিপুর বই মেলায় প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করেও ক'দিনে বই বিক্রী হয়েছে সাড়ে দশ লক্ষ টাকার। এই বিপুল পরিমাণ টাকার বই কিনেছেন মহকুমার পুস্তক প্রেমীরা। বই বিক্রীর ক্ষেত্রে সরকারী কোন সহযোগিতা এখানে ছিল না। প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছ' হাজার (শেষ পৃষ্ঠায়)

মিলন মেলায় জীবন্ত ষ্ট্যাচু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ সেবা ভারতী পর্ষদের উদ্যোগে রামনবমী উপলক্ষে গত ২৭ এবং ২৮ মার্চ এক মিলন মেলার আয়োজন হয়েছিল মির্জাপুরে। ২০ বছরে পা দেওয়া দু'দিনের এই মিলন উৎসবে কেবল আশপাশের গ্রামেরই নয় শহর থেকেও প্রচুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে চৈত্র বুধবার, ১৪১৩ সাল।

‘চৈত্রের দিনে ভাবনা’

‘চৈত্রের চিতা ভষ্ম উড়ায়ে ………… …………’। ঋতুরাজ ফাল্গুনের উদাসী ধূলিঝড় ক্ষ্যাপা দুর্বাসার মতো সমস্ত জীর্ণ, পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের আগমন বার্তা ঘোষণা করিয়া থাকে। দিকে দিকে নব পল্লবের সাড়া পড়িয়া যায়। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায় নব মঞ্জুরীর মাতাল করা গন্ধে চতুর্দিক সুভাষিত হয়। চৈত্র মাসকে অভিধানে মধুমাস বলা হয়। কারণ চৈত্র মাস হইতেই প্রতিটি ফলে মধুরস সঞ্চারিত হইতে থাকে। সুমিষ্ট ফল রসে মাতাল করা গন্ধে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠে। ধরিত্রীর সর্বত্র অংকুরোদ্গম হয়। কোকিল ও পাপিয়ার সুমিষ্ট গানে বিভাবরী যায়—চলিয়া যায়। চৈত্র মাসের গাজন ও নীল ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া শিব, সুন্দর ও সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। একাধারে তিনি ধ্বংসের দেবতা—যাহা পুরাতন জীর্ণ তাহার অবসান করিয়া নূতনের আহ্বান ঘোষিত হয় চতুর্দিকে। এইভাবেই ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির আভাস প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। কবির কলম হইতে উৎসারিত হয়, “সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছি আমার সর্বনাশ।” ইহা পুরাতন ধ্বংসের অর্থাৎ পাপনাশের অব্যক্ত চিরন্তন অনুরণন। চন্দ্রের সুষমাভরা যামিনীতে ‘বউ কথা কও’ বা ‘কৃষ্ণ পোকা হোক বা খোকা হোক’ পাখির ডাকে উদাসী মন বাউলের একতারা খোঁজে।

গাঙ্গেয় সমতল ভূমির সর্বত্রই রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে ও বর্ণের বৈচিত্র্যে এই সময় এক অপূর্ব পূতগন্ধ সমন্বিত উপবাসী যোগী রূপ ফুটিয়া ওঠে। মাঠে ঘাটে সর্বত্রই নূতন সাজ পরিলক্ষিত হয়। মহাকাল, পরীক্ষিতের রাজসভায় পদার্পণ করিয়া স্থান চাহিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ীর টাটে ও বারবণিতার গৃহে। কামিনী ও কাঞ্চন সমন্বিত বিশ্বায়নের করাল গ্রাস দেশে দেশে, সভ্যতার দোহাই দিয়া প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ধ্বংস করিয়া বিকৃত কদর্য ইট, কাঠ, পাথরের কংক্রিটের জঙ্গলের স্তূপ তৈয়ারী করিতেছে। ইহা বাংলার ছয় ঋতুর ভিন্ন রূপের প্রকাশকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। শিশুর হাসি হাইটেক কাড়িয়া লইতেছে। সবুজ নিধন করিয়া নগর তৈয়ারী করিবার ফলস্বরূপ শিশুর চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা উঠিয়াছে। বসন্তের বেলফুল ও লেবুফুলের গন্ধ কিংবা ছাতিম ফুলের লবঙ্গের সুবাস আর নাসিকা পায় না। মোবাইল টাওয়ার হইতে উদগীরিত তীব্র তরঙ্গ ধ্বংস করিয়া দিতেছে নভচরদের পাখার ঝটপটানিকে। চড়ুই জাতীয় ছোট পাখি বিলীন হইয়া যাইতেছে। আকাশ, বাতাস ও রত্নাকরের তলদেশ পর্যন্ত আজ মানবের সভ্যতার অত্যাচারে লুন্ঠিত। কোথায় এর সমাপ্তি। রূপ, রস, গন্ধবিহীন বিবর্ণ ভবিষ্যতই কি আমরা রাখিয়া যাইতেছি আগামী প্রজন্মের জন্য। যেখানে নেই বৃক্ষ, নেই, ফুল, নেই পাখি—সেখানে কি কোমলতার আবাস হইতে পারে। ইহা কদাপি সম্ভব নহে। শিশু ভুলিয়া যাইতেছে দুলিয়া দুলিয়া পড়িতে, “তিনটি শালিক ঝগড়া করে রান্না ঘরের কোণে”। ইহার পরও কি প্রকৃতির ডাকে নদীর কল্লোচ্ছ্বাসে ঐকতান খুঁজিয়া পাওয়া রোমা রোলার মতো বালক পৃথিবী লাভ করিবে? চৈত্রের দিনে এই ভাবনা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান

জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্তর্গত ৬নং ওয়ার্ডের গোফুরপুর বরজে হাচ্ কোম্পানীর মোবাইল টাওয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। যেখানে টাওয়ার বসানো হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এবং তার ৫০ ফুট দূরত্বে গ্রামের ওয়াক্তিয়া মসজিদ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। সর্বক্ষণ টাওয়ার থেকে ছড়িয়ে পড়া অত্যন্ত ক্ষতিকারক ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তরঙ্গের সংস্পর্শে এলে স্নায়ু, হৃদযন্ত্র, শ্বাসপ্রক্রিয়া ও চোখের ক্ষতি হওয়া ছাড়া ক্যান্সারেরও আশংকা থাকে। এই কারণে আমেরিকাতেও স্কুল ও বাসস্থানের কাছে মোবাইল টাওয়ার বসানো নিষিদ্ধ। জনপ্রতিনিধি হিসাবে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং পৌরপিতা এ বিষয়ে চুপচাপ কেন?

সামসুল আলম খান
রঘুনাথপুর

১ বছর পরে অনিল বিশ্বাস

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

এই নিয়ে গত এক বছরে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর নাম, অনুভূত হয়েছে তাঁর অনুপস্থিতি। উচ্ছেদ না উন্নয়নের জন্য পথ চলা এ নিয়ে বিতর্ক তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। কখনও বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে পরিস্থিতি নিয়েছে রক্তিম আভা। আর সেই সময়েই বার বার মনে হয়েছে তিনি থাকলে এই সময়ে কি বলতেন? কেমন করে স্বচ্ছতার সঙ্গে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর মত। পথহারা বহু পাখীকে দিতেন নীড়ে ফেরার পথের ঠিকানা। কিন্তু বাস্তব তো রূঢ়। তাই মেলেনি তাঁর অমোঘ পথ নির্দেশ। বার বার তাঁর নাম উচ্চারিত হলেও শোনা যায়নি তাঁর সেই অনুকরণীয় কন্ঠস্বর, অনন্য বাচনভঙ্গি যা বিরোধীদেরও থামিয়ে দিতে পারতো। গত ২৬শে মার্চ, ২০০৬ শেষ বিকেলে ইথার তরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর অনুপস্থিতির কথা। অবশ্য ১৮ই মার্চ থেকেই তিনি ছিলেন সংজ্ঞাহীন, লড়ছিলেন জীবনের হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে। শেষ বিকেলের সূর্য ২৬শে মার্চ তাকে নিয়েই ডুব দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে। তার পরের দিন থেকে সূর্য আবারও উঠেছে। কিন্তু তিনি আর কথা বলেননি।

কিন্তু কথা বলার মতো বহু ঘটনা ঘটে গেছে গত এক বছরে। নানা বিধি নিষেধের মধ্যে প্রচার ও ভোট গ্রহণের পর গণনাকেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উৎকন্ঠিত দলীয় সমর্থকরা শুনেছেন বিজয়বার্তা বহু জায়গাতেই। তৈরী হয়েছে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। সেই সরকারের চলার পথ নিয়েও বিতর্ক সঙ্গী হয়েছে। ঠিক যেমন ১৯৭৭ থেকে বিতর্ক কখনও এই সরকারের একটা দিনও কাটেনি। শরিকদের মধ্যে নানা মত। তা নিয়ে আলাপ আলোচনাও চলেছে। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় চর্চাক্ষেত্র আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বামপন্থী আন্দোলন। সেখানেও ঘটে গেছে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। তবুও শোনা যায়নি তাঁর অভিমত। সংকটের লগ্নে তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাব আজও অনুভূত হয়। অভাব রয়েছে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ আলোচনা ও মতামতের। তাই মতাদর্শগত ঘাটতি যে আসছে বা অনুভব করা যাচ্ছে তা বোধকরি কেউই অস্বীকার করবেন না।

তবুও তিনি আর কথা বলবেন না। এটা বাস্তব। বাস্তবের নিরিখেই সমসাময়িককালকে বিশ্লেষণ করতেন তিনি। তাঁকে নিয়ে চর্চা (পর পৃষ্ঠায়)

দীনবন্ধু দর্পণে দেখব আমাদের

হরিলাল দাস

জন্ম ২৬শে চৈত্র, ১২৩৬-এ। দীনবন্ধু মিত্র "নীল দর্পণ" (১৮৬০) নাটক লিখেছিলেন বেনামে। ইংরেজিতে তা অনুবাদ করেন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩)। মধুকে আড়াল করতে রেভা. জেমস লং (১৮১৪—৮৭) জেলে যান, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে। রাজ রোষাগ্নিতে অদগ্ধ সাহিত্য সেবা। লোকগান— "নীল বানরে সোনার লঙ্কা (বাংলা) করল এবার ছারেখারু। অসময়ে হরিশ মল, লংয়ের হল কারাগার" ॥

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪—৬১) নীল চাষের বিপক্ষে পত্রিকায় লেখেন এবং নীল চাষীদের পক্ষ নেবার ফলে তাঁর বিস্তর ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়। লং সাহেব ২৮ বছর বয়সে কলকাতায় এসে বাংলা ভাষা শেখেন, বাংলায় অনেক বই লেখেন। তার মধ্যে "আঘাতের পূর্বে শোনো" বইটি নীলকর অত্যাচার সম্পর্কে।

নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯—৬০) কতক তথ্য। কৃষক নীলের দাদন একবার নিলে, কখনই তা শোধ হত না। নীলকর কুঠির ভৃত্যরা-লেঠেলরা কৃষকদের জমিতে-বাড়িতে ঢুকে পড়ে হামলা করে গোরুবাছুর, ঘরের মেয়ে বৌ লুটে নিয়ে যেত—লাঞ্ছনা করত। নীলকর সাহেবদের জুলুমের সাথে যুক্ত ছিল ইংরেজ সরকারের বে-আইনি মদত। বিভিন্ন গ্রামের হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান গোপনে একজোট হয়ে শপথ নেয়—প্রাণ থাকতে নীল বুনব না।

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—৯৪) এর উক্তি ॥ দীনবন্ধু পরের দুঃখে কাতর হইতেন, নীল দর্পণ এই গুণের ফল ॥ নীল দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল ॥ Uncle Tom's Cabin (১৮৫১)—"টমকাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীল দর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্ব মোচনে অনেকটা কাজ করিয়াছে ॥

এখন আমরা এ রাজ্যের কনভেক্স দর্পণে কী কী প্রতিবিম্বিত দেখতে পাচ্ছি? দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০—১৮৭৩)—স্কলার ছাত্র। ২৫ বছর বয়সে পোস্টমাষ্টার। কর্মস্থল—পাটনা, উড়িষ্যা, নদিয়া, ঢাকা, কাছাড়। বড় কর্তার কোপে চাকরি যায়। পরে রেলে ইন্সপেক্টর। মাত্র ৪৩ বছরে অকাল মৃত্যু। যদিও রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন, কিন্তু সাহেব নন বলে যোগ্য পদমর্যাদা পাননি।

স্কুল নির্বাচনে বামমোর্চা জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ২৫ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কানুপুর নবজাগরণ উচ্চ বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচনে বামমোর্চা থেকে আর এস পির চারজন ও সিপিএমের দু'জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ছ'জনই জয়ী হন।

আফিডেবিট

আমি গৌর দাস ওরফে গৌর মন্ডল, লালচাঁদ দাস, পিতা মৃত সুধীরকুমার মন্ডল, সুধীরকুমার দাস এবং সুধাংশুশেখর দাস, সাং ছোটকালিয়া, পোঃ জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ। আমি গৌর দাস ওরফে গৌর মন্ডল ও লালচাঁদ দাস-এর পিতা মৃত সুধীরকুমার মন্ডল, সুধীরকুমার দাস ও সুধাংশুশেখর দাস একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ২৮ মার্চ '০৭ জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আফিডেবিট করলাম। এবার থেকে আমি সর্বত্র গৌর দাস নামে পরিচিত হব।

এক বছর পরে অনিল বিশ্বাস (২য় পৃষ্ঠার পর)

করতে গিয়েও বাস্তব বোধকে বিসর্জন দেওয়া অপরাধ। আর বাস্তবের সীমাবদ্ধতাকে প্রতিকূলতা না ভেবে অতিক্রম করার জন্য প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। পূর্বসূরীদের স্মরণে রেখেও, তাঁদের অনুসৃত পথ ও মত প্রয়োগে প্রতিনিয়ত তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন—মূলের প্রতি সৎ এবং বিশ্বস্ততা থেকেই। তাই কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের শিক্ষা ও নীতির আলোকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন—"কমিউনিষ্টদের কাজ হবে সংগ্রামের মধ্যে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত থাকা, নিজ শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকা, আত্মশিক্ষায় বলীয়ান হওয়া, নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মসমালোচনা চালিয়ে যাওয়া।" এই মতে পৌঁছতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের শিক্ষা যার চারটি প্রধান দিক ছিল (১) পার্টি স্বার্থকে সব সময়ে ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থান দিতে হবে। (২) সমগ্র পার্টির স্বার্থকে একাংশের স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে। (৩) সমগ্রের স্বার্থকে একাংশের স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে। (৪) দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থকে সাময়িক স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে। এই শর্তের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক মত ও পথ নির্ধারণ করতে হবে। কাকাবাবুকে কেন স্মরণ করি। [গণশক্তি ৫ আগষ্ট, ১৯৯৪] তিনি এভাবেই অতীতের পথিকের পথ বর্তমানে প্রয়োগ করে ভবিষৎ-এর জন্য সঠিক দিশার সন্ধান দিতেন।

আজকেও তাই তাঁর পথকে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাঁর উত্তরসূরীদের, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা এবং ধৈর্য্য—যা তিনি ব্যক্তিগত গুণাবলীর বন্ধনীতে আবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক গুণাবলীর বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেই গুণকে লালন করতে হবে। তবেই অনিল বিশ্বাসের (১লা মার্চ, ১৯৪৪—২৬শে মার্চ, ২০০৬) উপস্থিতি আগামী দিনে আরও বেশী করে অনুভব করা যাবে।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই বৈশাখের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।

নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর শহরে সাহেববাজার মহল্লায় ভজবাবুর বাড়ীর (জমিদার বাড়ী) অংশ আনুমানিক ৩½ শতক জায়গার উপর পুরাতন পোক্তা দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগঃ— পবিত্রকুমার ধর, জঙ্গিপুর সাহেববাজার
ফোন নং—২৬৪৫১৬

১ কোটি টাকা মঞ্জুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

চালু হলে বহু ছাত্রী নিরাপত্তা ভোগ করবেন। কলেজ লাগোয়া স্টাফ কোয়ার্টারগুলো জীর্ণ অবস্থার জন্য পুরসভা থেকে ওগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে বলে খবর। ঐ সব কোয়ার্টার ভেঙে দিয়ে ওখানে গার্লস হোস্টেল নির্মাণ হয় কিনা প্রশ্ন করলে কলেজের গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান—এখনও কোথায় কাজ শুরু হবে ঠিক হয়নি। কলেজ হোস্টেল চত্বরেও হতে পারে। মৃগাঙ্কবাবু ঐ প্রসঙ্গে আরো জানান—সি পি আই এমের রাজ্যসভার সদস্য চন্দ্রকলা পান্ডে তাঁর এলাকা উন্নয়নের কোটা থেকে বিল্ডিং তৈরীর জন্য জঙ্গিপুর কলেজকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন।

কমিটির ভবিষ্যৎ কোথায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু ঐ চেক পোষ্টে নিযুক্ত কর্মীরা কাজ না করলেও বেতনের দিন উমরপুর অফিসে হাজিরা দিয়েই টাকা পেয়ে যান। কারো কিছু বলার নেই। কারণ ঐ সংস্থায় নিযুক্ত ৬২ জন কর্মীর মধ্যে ৪২ জন সি, আই, টি, ইউ ইউনিয়ন ভুক্ত। বাকী ২০ জন টি, ইউ, সি, সি-র আওতায়। যদিও দপ্তরটি ফঃ ব্লকের এক্তিয়ারভুক্ত। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে বর্তমান সেক্রেটারী মান রাখি না কুল রাখি নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে ফঃ ব্লকের রঘুনাথগঞ্জের এল সি এস কবীর সেখকে বরজুমলা চেক পোষ্টে ক্যাজুয়াল কর্মী হিসাবে নিয়োগ করেন। পাশাপাশি সি, আই, টি ইউ ইউনিয়নের পাঁচজন পুরোনো কর্মীকে কোন নোটিশ না দিয়ে তাদের বেতন বন্ধ করে দেন সেক্রেটারী এক সময়। এদিকে ফরাক্কা চেক পোষ্ট, ধুলিয়ান পশু হাট, রতনপুর চেক পোষ্টে আয়ের থেকে ব্যয় বেশী বেড়ে যায়। ঐ সব জায়গায় নিযুক্ত কর্মীদের মাস মাইনে, জেনারেটর ভাড়া, গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি দিতে গিয়ে ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা। মাসে আয় দু' লক্ষ, সেখানে কর্মীদের বেতন ইত্যাদিতে ব্যয় হয় পাঁচ লক্ষের ওপর। স্বাভাবিকভাবে ঘাটতি সামলাতে প্রত্যেক মাসেই জমা টাকা তুলতে হচ্ছে। তাই আজ সঞ্চয়কৃত পাঁচ কোটি দু' কোটিতে এসে ঠেকেছে। আরো জানা যায়, এই সংস্থার বড় আয়ের রাস্তা বিড়ি পাতা-তামাকের ওপর কর চাপানো। সেখানেও মামলা মোকর্দমার মধ্যে পড়তে হয়েছে আর. এম. সিকে। এদিকে জমির মালিকের সঙ্গেও মামলা চলছে। এই সব কারণে আজ নানা দিক দিয়ে জর্জরিত এই সংস্থা। এর ফলে নিযুক্ত কর্মীদেরও দিন কাটছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। বেগতিক অবস্থা দেখে বর্তমান জেলা শাসক সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এখন এর দায়িত্বে আছেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক।

মিলন মেলায় জীবন্ত ষ্ট্যাচু (১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের সমাগম হয়েছিল। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ জলের উপর জীবন্ত ষ্ট্যাচুর মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টির আগে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কাছে সপ্তর্ষীদের প্রার্থনা। মধ্যযুগীয় বর্বরতায় জীবন্ত মানুষকে শূলে চড়ানো এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের উপর বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের উপস্থাপনাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সেবামূলক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সমাজে তাদের দায়বদ্ধতা পালন করে থাকে। এক সাক্ষাৎকারে এই কথা জানালেন সংস্থার সভাপতি মানবেন্দ্র আচার্য্য এবং সম্পাদক তিলক সাহা।

সাড়ে দশ লক্ষ টাকার (১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের উপস্থিতি ও তাদের বই কেনার প্রবণতা অনেক পাবলিসারকে অভিভূত করেছে। প্রত্যেক বছর এই মেলায় আসবেন বলে তাদের অনেকে সম্মতি জানিয়ে গেছেন। এক সাক্ষাতকারে এ খবর দেন জঙ্গিপুর বই মেলা কমিটির সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

অধ্যাপকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩০ মার্চ জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সরকার (৭১) তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বা স ভ ব নে পরলোকগমন করেন। তিনি সাগরদীঘি বিধানসভা (তপঃ) কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে একবার জয়ী হন।

QUOTATION NOTICE

Scaled Quotations are hereby invited for supply of misccllancous Articles for manufactory department to Berhampore Central Correctional Home. The last date of receiving Quotation is 07/04/07 at 11 a. m. Details may be had from this Office an application in any working days.

1.	Khaki TC Full Shirt	500 Pcs.
2.	Khaki TC Half Shart	500 Pcs.
3.	Khaki TC Full Pant	500 Pcs.
4.	Khaki TC Half Pant	500 Pcs.
5.	Cotton Varnished healed (28"×60") 80 count	15 sets
6.	Steal read (28"×60") 60 count	15 sets
7.	Steal read (28"×51") 60 coun t	15 sets
8.	Steal read (36"×52") 60 count	15 sets
9.	Wooden Shuttle	50 pcs
10.	Leather picker	50 pcs
11.	Semi automatic loom wheel set	10 pcs
12.	Chittaranjan loom wheel set (complete)	10 pcs
13.	Chittaranjan loom ball bearing	10 pcs
14.	Drawing book	10 doz
15.	Polly pin	500 pcs
16.	Polly bobbin	500 pcs
17.	Wheat grinding Chaki 16"	500 pcs

Superintendent
Berhampore Central Correctional Home

Memo No. 232, D. I. C. O Msd. Date 30/03/07

দোতলা বাড়ী বিক্রী

র ঘু না থ গ ঞ্জ গোডাউন কলোনীতে মেন রাস্তার উপর প্রায় দেড় কাঠা জায়গায় একটি অসম্পূর্ণ দোতলা বাড়ী ইলেকট্রিকসহ বিক্রী আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

০৩৪৮৩/২৬৬৩৯৯/২৬৬৭৯৯
মোঃ ৯৪৩৪১৬৮৫৯৪

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।